দৈনিক বাংলা

14

তারিখ 28 DEC 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

যশোর বোর্ডের ১২শ ছাত্রের পরীক্ষা বাতিল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সাতক্ষীরা, ২৬শে ডিসেম্বর।—পরীক্ষা বিধি লংঘন ও নকলের দায়ে অভিযুক্ত যশোর বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এক হাজার দুশ ছাত্র-ছাত্রীর ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। খবর বোর্ড সূত্রের।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্মারক নম্বর গোবি/পানি/৩৬১ তারিখ ১৯-১১-৮৭ মোতাবেক ১০২টি কেন্দ্রের ৬৫৯ জন পরীক্ষার্থীর ১৯৮৭ সালের পরীক্ষা বাতিল করা হয়। তারা ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারবে না। এদের মধ্যে পুরুষ ৫৭৮ জন, মহিলা ৮১ জন। শাস্তি ভোগকারী অন্যান্যদের মধ্যে কুষ্টিয়া কেন্দ্রের ৩০ জন ও সাতক্ষীরার কলারোয়া কেন্দ্রের ২৫ জন রয়েছে।

অপরদিকে ৬০টি কেন্দ্রের ৫৩১ জন পরীক্ষার্থীর কেবল ১৯৮৭ সালের পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এদের মধ্যে পুরুষ ৪৮২ জন, মহিলা ৪৯ জন। চুয়াডাংগা কেন্দ্রের ৫৯ জন, বানরীপাড়ার ৪৩ ও সারিকল কেন্দ্রের ৪০ জন এই শাস্তি ভোগ করবে।

এছাড়া ২৫টি কেন্দ্রের আরও ২৫ জনের একটি বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল ঘোষিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনেক কেন্দ্র সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নকল প্রবণতা বেড়ে গেছে। এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক এতে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেবল পরীক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। বহিষ্কৃত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি।

অভিযোগে জানা যায়, কতিপয় কেন্দ্র নকল ধরার পরিবর্তে নকলে সহায়তা করা হয়। এসব কেন্দ্রে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কারসাজিতে অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যান। নকলের দায়ে ছাত্রদের বহিষ্কার করা হলেও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বোর্ডে গোপন সুপারিশে অপরাধ ঢাকা দেয়ার চেষ্টা চালান। কারণ তাদের মতে বেশিসংখ্যক ছাত্র বহিষ্কার কেন্দ্রের দুর্নাম বয়ে আনে।